AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 05.06.2024 Time: 7.35 A.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৯২ টি আসনে জয়লাভ করে তৃতীয়বার সরকারে গড়তে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ৪২ টি আসনের মধ্যে ২৯ টি তে জয়লাভ করেছে। বিজেপি পেয়েছে ১২ টি আসন।

২) রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও শাসকদলই জয়ী হয়েছে।

৩) বিজেপি পর্যবেক্ষকদের কাজে লাগিয়ে কয়েকটি আসনে জিতেছে, অভিযোগ করলেও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রাজ্যের মানুষকে এই ফলাফলের জন্য ধন্যাবাদ জানিয়েছেন।

বিজেপি অবশ্য পাল্টা দাবি করেছে তৃণমূল মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিয়েছে।

৪) আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। নির্বাচনী আবহে নানা অনুষ্ঠানে দিনটি পালন করা হচ্ছে।

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৯২ টি আসনে জয়লাভ করে তৃতীয়বার সরকারে গড়তে চলেছে। বিরোধী আইএনডিআইএ জোট ২৩২ টি আসন লাভ করেছে। অন্যরা জিতেছে ১৮ টি আসনে।

৫৪৩ টি আসনের মধ্যে ৫৪২টি আসনে গতকাল ভোট গণনা করা হয়। গুজরাটের সুরাট আসনটি বিজেপি আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জিতে নিয়েছিল।

বিজেপি একাই ২৪০ টি আসনে জয়লাভ করেছে। এছাড়া তেলেগু দেশম ১৬ এবং জেডিইউ ১২ টি আসন পেয়েছে।

অন্যদিকে কংগ্রেস ৯৯ টি আসন লাভ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ২৯ টি তে। সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে ৩৭ টি আসন। অন্যদিকে ডিএমকে ২২টি আসনে জয় পেয়েছে।

যেসমস্ত বিশিষ্ট প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন শীর্ষ বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারানসী আসন থেকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিশ শাহ গান্ধীনগরে, শীর্ষ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রায়বেরেলি এবং কেরালার ওয়েনাড়, তৃণমূল কংগ্রসের অভিষেক ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ডহারবারে, শত্রুঘ্ন সিনহা আসানসোলে, বালুরঘাটে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বনগাঁয় প্রাক্তন মন্ত্রী বিজেপির শান্তনু ঠাকুর, বর্ধমান-দুর্গাপুরে দিলীপ ঘোষ, বহরমপুরে ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান, তমলুকে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত্ গাঙ্গুলী প্রমুখ।

যেসমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, আমেথি আসনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপির স্মৃতি ইরানি, এরাজ্যের কোচবিহারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মেদিনীপুরে বিজেপির অগ্নিমিত্রা পাল, বহরমপুরে কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরী, মুর্শিদাবাদে সিপিআইএম-এর মহম্মদ সেলিম প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গে ৪২ টি আসনের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ২৯ টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিজেপি পেয়েছে ১২ টি আসন। কংগ্রেস একটি মাত্র আসনে জয়লাভ করতে

সক্ষম হয়েছে। এবারের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন বেড়েছে, কমেছে বিজেপির। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে শআসকদ দল ২২ টি এবং বিজেপি ১৮ টি আসনে জিতেছিল।

ডায়মন্ডহারবার আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির অভিজিৎ দাসকে প্রায় ৭ লক্ষ ১১ হাজার ভোটে হারিয়ে তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন।

বালুরঘাট আসনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, ১০ হাজারের বেশি ভোটে তৃণূল কংগ্রেসের বিপ্লব মিত্রকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। এই আসনে ভোট গণনা চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পুনর্গণনার দাবি জানায়। শেষমেশ অবশ্য সুকান্ত বাবুকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়।

দার্জিলিং-এ জয়ী হয়েছেন বিজেপির রাজু বিস্তা। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূলের গোপাল লামাকে এক লক্ষ ৭৮ হাজার ভোটে।

রায়গঞ্জ আসনে বিজেপির কার্তিক চন্দ্র পাল, তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণ কল্যাণীকে ৬৮ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন।

আলিপুরদুয়ারে বিজেপি-র মনোজ টিগ্গা ৭৪ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ চিক বড়াইকে পরাজিত করেছেন।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়কে ৮৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ডাক্তার জয়ন্ত রায়।

কোচবিহার আসনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জগদীশচন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া। তিনি বিজেপি-র বিদায়ী সাংসদ, নিশীথ প্রামাণিককে ৩৯ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দেন।

মালদা উত্তর আসেন বিজেপির খগেন মুর্মু জয়লাভ করেছেন। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসূন ব্যানার্জীকে ৭৭ হাজারেরও বেশি ভোটে।

তবে **মালদা দক্ষিণে** ১ লক্ষ ২৮ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী। তিনি হারিয়েছেন বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের আবু তাহের খান, সিপিআইএম-এর মহম্মদ সেলিমকে এক লক্ষ ৬৪ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন।

বহরমপুরে পাঁচ বারের সাংসদ প্রদেশ কংগ্রেসর সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে পরাজিত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান ৮৫ হাজারেরও বেশি ভোটে।

জঙ্গীপুরে তৃণমূলের খলিলুর রহমান, কংগ্রসের মুরতাজা হোসেইন বকুলকে এক লক্ষ ১৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন।

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তীর কাছে ৩২ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন বিদায়ী সাংসদ, বিজেপি-র ডাক্তার সুভাষ সরকার।

বিষ্ণুপুরে জয়ী হয়েছেন বিজেপির সৌমিত্র খাঁ। তিনি তৃণমূলের সুজাতা মন্ডলকে ৫ হাজার ৫৬৭ ভোটে হারিয়েছেন।

পুরুলিয়ায় বিজেপির জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, তৃণূলের শান্তিরাম মাহাতোর বিরুদ্ধে ১৭ হাজারেরও বেশই ভোটে জয়ী হয়েছেন।

বোলপুর আসনে তৃণমূল কংগ্রসেরে অসিত কুমার মাল বিজেপির পিয়া সাহাকে তিন লক্ষ ২৭ হাজারেরও বেশি ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন।

বীরভূম কেন্দ্রে চতুর্থবার নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায়।

বর্ধমান দুর্গাপুরে তৃণমূল প্রার্থী, প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ ১ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন, বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে।

আসানসোলে ৫৯ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার কাছে হেরে গেছেন বিজেপি-র সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া ।

বর্ধমান পূর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাক্তার শর্মিলা সরকার প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভোটে বিজেপি-র অসীম কুমার সরকারকে পরাজিত করেছনে।

মেদিনীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জুন মালিয়া প্রায় ২৯ হাজার ভোটে হারিয়েছেন বিজেপি-র প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্নিমিত্রা পালকে।

ঘাটালে জয়ী হয়েছেন তৃণূলের দীপক অধিকারি, অভিনেতা দেব, বিজেপির হিরণ চটোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

তমলুকে বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচার পতি অভিজিত্ ব্দ্যোপাধ্যা তৃণূল কংগ্রেসের দেবাংশু ভট্টাচার্য্য কে হারিয়ে দিয়েছেন।

কাঁথিতে বিজেপির সৌমেন্দ্যু অধিকারি জয়

কৃষ্ণনগর আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অমৃতা রায়েক ৫৭ হাজার ৮৩ ভোটে পরাজিত করেছেন। মহুয়া পেয়েছেন, ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৮৯ টি ভোট। অন্যদিকে অমৃতা ভোট পেয়েছেন ৫ লক্ষ ৭২ হাজারেরও বেশি ভোট।

রানাঘাটে বিদায়ী সাংসদ বিজেপির জগন্নাথ সরকার, তৃণূলের মুকুটমণই অধিকারীকে ১ লক্ষ ৮৬ হাজারেরও বেশি ভোট হারিয়ে দিয়েছেন।

হাওড়ায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজারের কিছু বেশি ভোটে জিতেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দমদম কেন্দ্রে তৃণমূলের সৌহত রায় বিজেপির শীলভদ্র দত্তকে ৭০ হাজাররে বেশি ভোটে পরাজিরত করেছে।

বনগাঁয় জয়লাভ করেছেন বিজেপি নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ৭৩ হাজারেরও বেশি ভোটে।

বারাসাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কাকোলি ঘোষ দস্তিদার চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি-র স্বপন মজুমদারকে তিনি হারিয়েছেন, ১ লক্ষ ১৩ হাজারের বেশি ভোটে।

বসিরহাটে বিজেপি-র রেখা পাত্রকে ৩ লক্ষ ৩২ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শেখ নুরুল ইসলামের । একমাত্র সন্দেশখালি বিধানসভা থেকে লিড পেয়েছেন রেখা পাত্র।

কলকাতা উত্তরে বিজেপি-র তাপস রায়কে – ৯১ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা দক্ষিণে নিকটতম বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বী দেবশ্রী চৌধুরীকে এক লক্ষ ৮৭ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন, তৃণমূলের মালা রায়।

যাদবপুরে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের সায়নী ঘোষ।

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বাপি হালদার, বিজেপি-র অশোক পুরকাইতকে ২ লক্ষেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া জয়নগরের তৃণূলের প্রতিমা মন্ডল, হুগলীতে রচনা ব্যানার্জী জয়লাভ করেছেন।

উপনির্বাচনে রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা এবং উত্তর ২৪ পরগণার বরানগর ধরে রেখেছে বা রাখতে চলেছে তৃনমূল কংগ্রেস। ভগবানগোলায় রেয়াত হোসেন সরকার ১৫ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন কংগ্রেসের অঞ্জু বেগমকে। তৃনমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিস আলির মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়।

বরানগরে দশম রাউন্ডের গননার সেশের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের থেকে ৩ হাজার ৭-শোরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তৃনমূল কংগ্রেসের সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। তাপস রায়ের ইস্তফায় আসনটি শূন্য হয়। তৃনমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে এবার কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন তাপস রায়।

বিজেপি অবজারভার দের কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে কয়েকটি আসনে জিতেছে বলে তৃনমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে। দলের প্রধান মমতা ব্যানার্জি আজ কালীঘাটে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তমলুক, কাথির মত আসনে অবজারভার, ইডি, সিবিআই কে কাজে লাগিয়ে বিজেপি রিগিং করে জিতেছে। তবে এই ফলাফলের জন্য বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ দেন তিনি।

(বাইট)

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিয়েছে, ভয় দেখিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেছে।

(বাইট)

ফলাফল প্রত্যাশিত নাহলেও দেশের মানুষ এনডিএ এবং নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে রায় দিয়েছে বলে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন। তবে, আশানুরূপ ফল না হলেও রাজ্যে দুর্নীতি,সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়াই চালিয়ে যাবে।

ভোটের ফলাফল ঘোষনার পরে তাদের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে বিরোধী আই এন ডি আই এ জোট আজ এক জরুরী বৈঠকে বসতে চলেছে। নতুন দিল্লিতে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে তৃনমূল কংগ্রেস এবং জোটের সব শরিক সব দলকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। আজকের ওই বৈঠকে দলের তরফে সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেবেন বলে তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন।

এদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট ও আজ দিল্লিতে এক বৈঠকে বসতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারও আজ বৈঠকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের মূল ভাবনা ভূমি পুনরুদ্ধার এবং মরু ও খরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ।

নির্বাচনী আবহে অনেক কর্মসূচি পিছিয়ে গেলেও সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে আজ এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। শহর জুড়ে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে একমাস ব্যাপি কর্মসূচি নিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস এর অন্তর্গত বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম বি আই টি এম এ সকাল থেকেই রয়েছে চারাগাছ বিতরণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি । জীববৈচিত্রের ক্ষতি ও জলবায়ুর পরিবর্তন: পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। এতে অংশ নেবেন পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ সৈকত বসু।

আলিপুর চিড়িয়াখানায়, পরিবেশ রক্ষায় বনদপ্তরের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের বন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এছাড়াও থাকছে বৃক্ষরোপণ, গাছের চারা বিতরণ ও ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা।

বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবেও কিছু অসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হবে।

উল্লেখ্য ১৯ ৭৩ সালের ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের সূচনা হয়।

--- ---